গবেষণার সমস্যা
Research Probelm

ইউনিট
৪

Problem is a matter or situation regarded as unwelcome or harmful and needed to be dealt with and overcome.অর্থাৎ যা কষ্টের কারণ বা বাধা হতে পারে, তাই সমস্যা। উন্নয়নের ক্ষেত্রে সমস্যা বলতে বুঝায় যে, যা লক্ষ্য অর্জনে বা জয় করতে বাধা হয়ে সামনে আসে তাই সমস্যা। তবে গবেষণার ক্ষেত্রে 'সমস্যা' অন্যভাবে সংজ্ঞায়ন করা হয়। অর্থাৎ যা অনুসন্ধানের বিষয় বা যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করে জানতে হয় তাই সমস্যা। গবেষণা প্রক্রিয়ার প্রথম এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং গবেষণা সমস্যাকে যথাযথভাবে সংজ্ঞায়িত করা। একজন গবেষক গবেষণার সমস্যা অবশ্যই সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করবেন বা প্রণয়ন করবেন যাতে গবেষণা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। একজন ডাক্তারের মত গবেষকও সমস্যার লক্ষণসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন। রোগী যেমন কিছু সমস্যা নিজে ডাক্তারকে বলেন এবং ডাক্তার পর্যবেক্ষণ দ্বারাও লক্ষণ সনাক্ত করেন। একইভাবে একজন দক্ষ গবেষকও গবেষণার সমস্যার উপাদানগুলো পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে চিহ্নিত করবেন এবং সংজ্ঞায়িত করবেন। অর্থাৎ একজন গবেষককে অবশ্যই জানতে হবে সমস্যা কী?

এ ইউনিট থেকে আপনারা গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞা, প্রকৃতি, গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণ, গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচনের শর্তসমূহ, গবেষণা সমস্যা প্রণয়নের ধাপসমূহ জানতে পারবেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও গুরুত্ব
পাঠ-৪.২ : গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণ
পাঠ-৪.৩ : গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচনের শর্তসমূহ
পাঠ-৪.৪ : গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন
পাঠ-৪.৫ : গবেষণা সমস্যা প্রণয়নের নমুনা

পাঠ ৪.১ গবেষণার সমস্যার সংজ্ঞা, গুরুত্ব
Definition and Importance of Research Problem

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞা
Definition and Importance of Research Problem

সাধারণ অর্থে গবেষণা সমস্যা হলো যা অনুসন্ধানের বিষয় এবং যা নিয়মতান্ত্রিক বা পদ্ধতিগতভাবে অনুসন্ধান করে জানতে হয়। অন্যভাবে বলা যায়, গবেষণা সমস্যা হচ্ছে একটি বিষয় বা অবস্থা যা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বা প্রায়োগিক দিক থেকে এক বা একাধিক দক্ষ ও অভিজ্ঞ গবেষকবৃন্দের দ্বারা পরিচালিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে উক্ত অবস্থার যৌক্তিক বা প্রয়োগযোগ্য সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হয়।

এ প্রসঙ্গে Zikmund Babin and Griffin বলেন, "A problem is a perceived difficulty, a feeling of discomfort with the way things are, a discrepency between what some one belives should be and what is." অর্থাৎ সমস্যা হলো এক ধরনের উপলব্ধ অসুবিধা, কোনো বস্তুর অবস্থানগত কারণে অনুভূত অস্বাচ্ছন্দ্য, কারো প্রত্যাশা ও বাস্তবতার মধ্যকার অসামঞ্জস্য।

এ অনুযায়ী যখন তিনটি অবস্থা বিরাজ করে, তখন সেখানে গবেষণা সমস্যা তৈরি হয়। সেগুলো হলো:

- যখন বিশেষ একটি অবস্থায় কী আছে এবং কী হওয়া উচিত– এরূপ পার্থক্য থাকে;
- কেন এ ধরনের পার্থক্য সে বিষয়ে জানতে যদি গবেষক কৌতুহলী হন;
- অন্তত দুটি সম্ভাব্য ও আপাতত ন্যায়সঙ্গত সমাধান তাতে নিহিত থাকে।

গবেষণা সমস্যা সম্পর্কে C. R. Kothari বলেছেন "A research problem, in general, refers to some difficulty which a researcher experiences in the context of either a theoretical or practicial situation and wants to obtain a solution for the same." অর্থাৎ গবেষণা সমস্যা বলতে সাধারণভাবে কিছু জটিলতাকে বুঝায় যা একজন গবেষক তাত্ত্বিক বা বাস্তব পরিস্থিতিতে অভিজ্ঞতা অর্জন করে এবং যার সমাধান দিতে চায়।"

গবেষণা সমস্যার কিছু উপাদান (Components) আছে, যা সহজেই চিহ্নিত করা যায়।

(i) যেখানে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী থাকবে এবং তাদের অসুবিধা বা সমস্যা নিহিত থাকবে।

(ii) যেখানে অবশ্যই সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যাবলি থাকবে যা অর্জনযোগ্য। কারো কোনো চাওয়া বা চাহিদা না থাকলে সেখানে কোনো সমস্যাও থাকবে না।

(iii) উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য একাধিক বিকল্প উপায় থাকবে।

(iv) বিকল্প উপায় নির্বাচনে গবেষক সন্দিহান হতে পারেন এবং তা নিরসনে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি সুপারিশ করবেন।

সুতরাং পরিস্থিতি বা পরিবেশের আলোকে বিদ্যমান জটিলতা বা অসুবিধাসমূহ দূর করার জন্য গবেষক কর্তৃক প্রদত্ত একাধিক বিকল্প উপায় সম্বলিত কার্যক্রম হলো গবেষণা সমস্যা।

গবেষণা সমস্যা সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব

Importance of Defining Research Problem

যে কোনো সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারলে সমাধান অর্ধেক এমনিতেই হয়ে যায়। এ কথা থেকে বোঝা যায়, গবেষণা সমস্যা যথার্থভাবে চিহ্নিত করে তা বিবৃত করার গুরুত্ব কতখানি। নিম্নে সমস্যা সংজ্ঞায়নের গুরুত্ব উল্লেখ করা হলো:

১. সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ : যে কোন অধ্যয়নের মত গবেষণার সমস্যা সংজ্ঞায়ন সমস্যা সমাধানের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২. সঠিক নির্দেশনা প্রদান: ভুলভাবে সংজ্ঞায়িত গবেষণা সমস্যা গবেষককে বিপথের নির্দেশনা দেয়। সঠিক সংজ্ঞায়ন সঠিক পথে এগোতে সহযোগিতা করে।

৩. সঠিক পদ্ধতি বাছাই: গবেষণার তথ্য আহরণের জন্য সঠিক পদ্ধতি বাছাই করে তা প্রক্রিয়াকরণের পদ্ধতি সম্পর্কেও নির্দেশনা দেয় সুলিখিত গবেষণা সমস্যা।

৪. বিষয় নির্ধারণে সহযোগিতা: গবেষণা সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণা সম্পর্কীত সাহিত্যের বিষয়, রচনার সময়কাল পর্যালোচনা করে রিসার্চ গ্যাপ বা গবেষণা শূণ্যতা নির্ণয় করা হয়। আর এসব কিছুই গবেষণা সমস্যার সঠিক বিষয় নির্ধারণে সহায়তা করে।

৫. প্রাসঙ্গিক ডেটা বের করা: অপ্রাসঙ্গিক ডেটা থেকে প্রয়োজনীয় এবং প্রাসঙ্গিক ডেটা বের করার জন্য সুনির্দিষ্ট গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞায়ন করতে হয়।

তাই বলা যায়, কখনো কখনো সমস্যা সমাধানের চেয়ে সমস্যার ভিত দাঁড় করিয়ে তাকে যথাযথভাবে উপস্থাপন করাই সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। গবেষণা সমস্যার আলোকে গবেষণা নকশা করে ধাপে ধাপে সমাধানের চূড়ান্ত গন্তব্যে পৌঁছানো হয়।

সারসংক্ষেপ

গবেষণা সমস্যা হলো একজন গবেষকের নিকট তাত্ত্বিক বা বাস্তব অভিজ্ঞতা, যা তিনি একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাধান করতে চান। সমস্যা অবশ্যই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সম্পর্কিত হবে। সমস্যাকে ঘিরে অবশ্যই কিছু উদ্দেশ্য থাকবে। উদ্দেশ্যগুলো অবশ্যই অর্জনযোগ্য হবে এবং এর জন্য একাধিক বিকল্প উপায় থাকবে। সম্ভাব্য বিকল্পগুলোর আপেক্ষিক কার্যকারিতা সম্পর্কে গবেষকের নিকট অবশ্যই উত্তর থাকতে হবে। সমস্যাকে ঘিরে একটি সহায়ক পরিবেশ থাকবে।

পাঠ ৪.২ গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ
Identification of Research Problem

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গবেষণা সমস্যা চিহ্নিত বা সনাক্ত করতে পারবেন।

গবেষণার সমস্যা চিহ্নিতকরণ
Identification of Research Problem

আমরা জানি যে, যেকোনো সমস্যাকে যথাযথভাবে চিহ্নিত করতে পারলে এমনিতেই অর্ধেক সমাধান হয়ে যায়। আর এ কারণে গবেষণার প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো বিরাজমান সমস্যা হতে গবেষণাযোগ্য সমস্যা চিহ্নিত করা। এ কথাতো ঠিক সমাজের সকল সমস্যার সমাধান শুধু গবেষণা দ্বারা সম্ভব নয়। একটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের শুরু হয় সমস্যা দিয়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবেষণা করতে হলে প্রথম কাজ হলো গবেষণার উপযোগী বিষয় বা সমস্যা চিহ্নিত করা। গবেষণা সমস্যার নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্য থাকা আবশ্যক।

১। যে সকল সমস্যা জটিল ও যার সমাধান কাম্য এবং তা গবেষণার উপযোগী।

২। যে সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব বলে প্রত্যাশা করা যায়।

৩। বিষয়টি এমন হবে যে, তাকে হৃদয়াঙ্গম বা বিশ্লেষণ করতে বা কার্যকারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার জন্য যথেষ্ট জ্ঞানের অভাব রয়েছে।

৪। উপরিউক্ত সমস্যার সঠিক বিবরণ ও ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য উপযুক্ত জ্ঞানের অভাবের দরুন গবেষণার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

৫। বিষয় বা সমস্যাটি গবেষণাযোগ্য হতে হবে। অর্থাৎ সমস্যাটি এমন হবে যাকে বিশ্লেষণ করার জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ থাকতে হবে।

৬। সমস্যাটি পরিমাপযোগ্য হতে হবে।

N. K. Malhotra তাঁর *Marketing Research An App Orientation* গ্রন্থে গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণের একটি মডেল দিয়েছেন। নিম্নে তা দেখানো হলো:

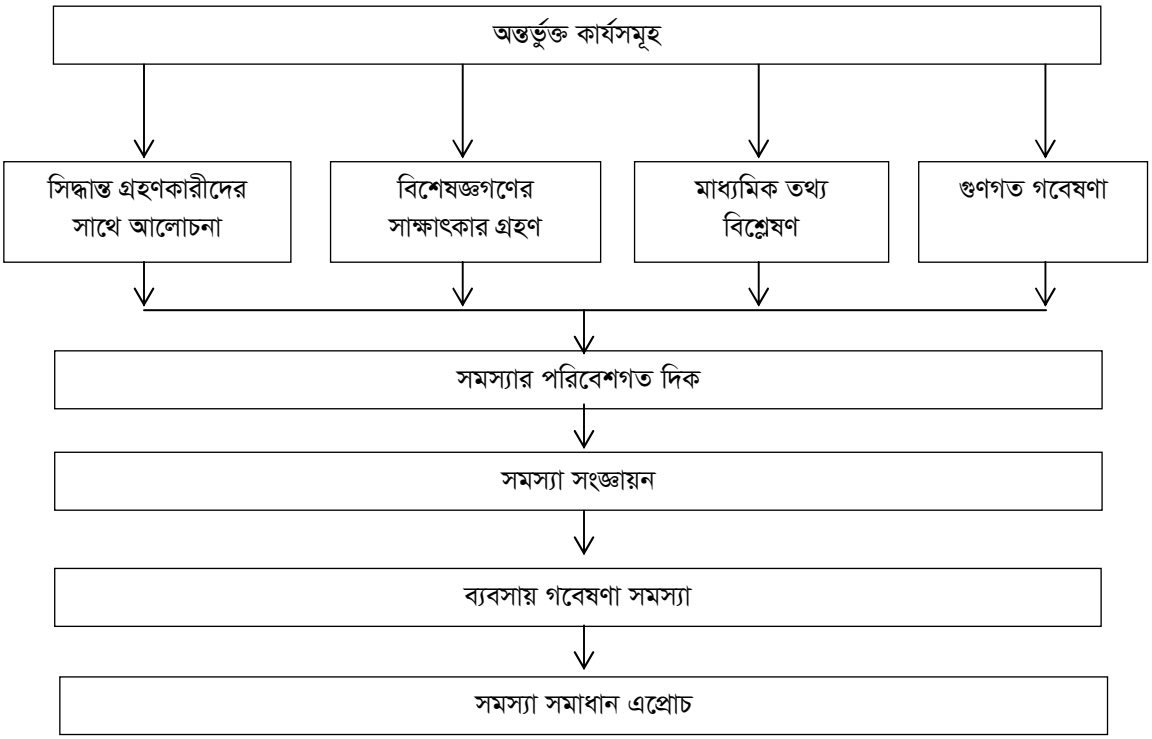

চিত্রঃ গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণের পদক্ষেপসমূহ

সুতরাং, গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণের প্রাথমিক কাজ হিসেবে গবেষককে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীর সাথে আলোচনা, বিশেষজ্ঞ প্যানেলদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ, মাধ্যমিক তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে গুণগত গবেষণার সাহায্য নিতে হয়। এ কাজগুলো গবেষককে সমস্যার পরিবেশগত পটভূমি অনুধাবন করতে সহায়তা করে। সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু নির্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত উপাদান অবশ্যই মূল্যায়ন করা উচিত। তাহলেই যথার্থ ব্যবসায় গবেষণায় সমস্যা চিহ্নিতকরণ করা সম্ভব হবে। সর্বোপরি এ সকল গবেষণা সমস্যা সমাধানের বিকল্প উপায় (Approach) থাকতে হবে।

সারসংক্ষেপ

গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণের প্রাথমিক কাজ হলো গবেষককে দেখতে হবে সমস্যাটি সমাধানযোগ্য ও গবেষণার উপযোগী কিনা। এজন্য গবেষককে বিভিন্ন নীতিনির্ধারক এর সাথে আলোচনা করে, বিষয় বিশেষজ্ঞ প্যানেলদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করতে হবে। গবেষক অবশ্যই সমস্যার পরিবেশগত পটভূমি বিবেচনা করবেন।

পাঠ ৪.৩ গবেষণার সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি ও নির্বাচনের শর্তসমূহ
Selection Procedure and Conditions of Research Problem

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন;
- গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের শর্তসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি
Selection Procedure of Research Problem

গবেষণা সমস্যা নির্বাচন একটি জটিল ও সৃজনশীল কাজ। বেশ কিছু প্রতিবন্ধকতা এড়িয়ে গবেষককে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে গবেষণা সমস্যা নির্বাচন করতে হয়। একটি পদ্ধতি বা কৌশল অনুসরণ করে গবেষককে উক্ত কাজটি করতে হয়। যে সকল ধাপ বা পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় তা নিম্নরূপ:

(১) সমস্যার সাধারণ বিবৃতি;

(২) সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন;

(৩) বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা;

(৪) আলোচনার মাধ্যমে ধারণার উন্নয়ন;

(৫) গবেষণা সমস্যাকে ভিন্নরূপে কার্যকর প্রস্তাবনা আকারে পেশ।

নিম্নে সংক্ষেপে তা আলোচনা করা হলো:

(১) সমস্যার সাধারণ বিবৃতি (Statement of the Problem in General Way): শুরুতেই কিছু ব্যবহারিক বিষয়, কিছু বিজ্ঞানভিত্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রহের বিষয় মাথায় রেখে বিশদ আকারে কিন্তু সাধারণভাবে সমস্যাটি বিবৃত করতে হবে। এজন্য গবেষক যে বিষয়কে সমস্যা হিসেবে মনে করছেন তা গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে হবে। সামাজিক বা ব্যবসায় গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষক প্রয়োজনে মাঠ পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ এবং প্রাথমিক জরিপ কাজ পরিচালনা করতে পারেন, যাকে বলা হয় পাইলট জরিপ (Pilot survey)। এরপর গবেষক নিজে সমস্যাটির একটি বিবৃতি দিতে সক্ষম হবেন। এ কাজটি করার জন্য তিনি নির্দেশকের বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশকের পরামর্শ নিতে পারেন। অর্থাৎ গবেষক সমস্যাকে narrow down বা দারুনভাবে ফোকাস করতে সক্ষম হবেন।

(২) সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন (Understanding the Nature of Problem): এ ধাপে গবেষককে সমস্যার উৎস, প্রকৃতি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। এ সমস্যা অনুধাবনের উৎকৃষ্ট উপায় হলো কে বা কারা প্রথম এবং কী উদ্দেশ্যে প্রথম সমস্যাটি উত্থাপন করেছিলো তাঁদের সাথে আলোচনা করা। আর সমস্যাটির অবতারণা যদি গবেষক নিজেই করে থাকেন, তাহলে সাধারণ বিবৃতিতে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো অবশ্যই পুনরায় বিবেচনা করা উচিত। সবচেয়ে ভালো সংশ্লিষ্ট সমস্যা বা সমরূপ সমস্যা সম্পর্কে যারা ভাল জ্ঞান রাখেন তাঁদের সাথে আলোচনা করা। যে পরিবেশের মধ্য দিয়ে গবেষণাটি পরিচালিত হবে সে বিষয়ও গবেষককে অনুধাবন করতে হবে।

(৩) বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা (Review of Available Literature): গবেষণা সমস্যার কার্যকর সংজ্ঞা স্থির করার জন্য গবেষককে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যত সাহিত্য আছে, তা পর্যালোচনা করতে হবে। যার অর্থ হলো এ বিষয়ের সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব, রিপোর্ট, রেকর্ড এবং সাহিত্য সম্পর্কে গবেষক সুপরিচিত হবেন। সংশ্লিষ্ট সমস্যা নিয়ে ইতোপূর্বে যে গবেষণা হয়েছে

সেগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা থাকা দরকার। এর মূল উদ্দেশ্য হলো গবেষণা পরিচালনার জন্য কী ধরনের তথ্য-উপাত্ত বিদ্যমান আছে, তা জানা এবং সমস্যার ছোট বিবৃতি তৈরি করার কৌশল ও জ্ঞান রপ্ত করা।

(৪) আলোচনার মাধ্যমে ধারণার উন্নয়ন (Developing the Ideas through Discussions): আলোচনার মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও নতুন ধারণা পাওয়া যায়। গবেষক তাঁর সমস্যার বিষয়ে অভিজ্ঞ সহকর্মী বা ইতোপূর্বে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের সাথে আলোচনা করতে পারেন। একে বলে অভিজ্ঞতা জরিপ (Experience survey)।

(৫) গবেষণা সমস্যাকে ভিন্নরূপে কার্যকর প্রস্তাবনা আকারে পেশ (Rephrasing the Research Problem): শেষ ধাপে এসে গবেষক গবেষণা সমস্যাকে ভিন্নরূপে বাস্তবতার নিরিখে বা কার্যকর প্রস্তাবনা (working proposition) আকারে রূপান্তর ঘটাবেন। গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি সহজেই পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যাবে, যে পরিবেশের মধ্যে গবেষণা চালিত হবে তা থাকবে সুসংজ্ঞায়িত। সমস্যা আলোচনা হবে উন্নত, বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনাও হবে নিখুঁত।

পরিশেষে বলা যায়, গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। গবেষক তাঁর নিজস্ব দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে ভিন্নতর উপায় অবলম্বন করে গবেষণা সমস্যা নির্বাচন করতে পারেন।

গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের শর্তসমূহ
(Conditons of Selecting Research Problem)

গবেষণা সমস্যা নির্বাচন করা গবেষণা প্রক্রিয়ার একটি অন্যতম ধাপ। তাই গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের কতিপয় শর্ত রয়েছে। সেগুলো নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: গবেষণার জন্য সমস্যা নির্বাচনের প্রথম বিষয় হচ্ছে, গবেষণাটি কোনো তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে কিনা। তাত্ত্বিক বা ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটি তাৎপর্যপূর্ণ হতে হবে।

দ্বিতীয়ত: গবেষণা সমস্যা সমাধানের বা গবেষণা পরিচালনা এবং গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি, আনুষঙ্গিক সুযোগ-সুবিধা আছে কিনা।

তৃতীয়ত: তৃতীয় শর্ত হচ্ছে গবেষণার জন্য প্রয়োজনীয় সময় ও অর্থ যথোপযুক্ত কিনা। এজন্য বিস্তারিত সময় কাঠামো বা detailed time frame এবং বাজেট দিতে হবে।

চতুর্থত: গবেষণা পরিচালনার জন্য গবেষক ও তাঁর সহযোগীদের প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও দক্ষতা আছে কিনা।

তাই উপরে আলোচিত গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের শর্তসমূহ সম্পর্কে একজন গবেষকের সুস্পষ্ট ধারণা থাকা আবশ্যক।

সারসংক্ষেপ

গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি একটি জটিল, সৃজনশীল ও ধারাবাহিক কাজ। যে সকল পদক্ষেপ অনুসরণ করা হয় তা হলো সমস্যার সাধারণ বিবৃতি, সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন, বিদ্যমান সাহিত্য পর্যালোচনা, আলোচনার মাধ্যমে ধারণার উন্নয়ন এবং শেষে গবেষণা সমস্যাকে কার্যকর প্রস্তাবনা আকারে পেশ। গবেষণা সমস্যা নির্বাচনে কতগুলো শর্তাবলিও বিবেচনা করতে হয়।

পাঠ ৪.৪ গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন
Formulation of Research Problem

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন করতে সক্ষম হবেন।

গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন
Formulation of Research Problem

গবেষণা সমস্যা চিহ্নিতকরণ বা নির্বাচনের পর প্রয়োজন হয় এর একটি নির্দিষ্ট কাঠামো। অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে গবেষণা সমস্যাকে সংজ্ঞায়ন করা। আর এ সংজ্ঞায়ন প্রক্রিয়াটি হলো সমস্যাকে গবেষণার কার্য উপযোগী রূপদান করা। এ সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হলো।

(১) প্রশ্ন উদ্ভাবন: নিজেকে প্রশ্ন করে উদ্ভাবন করতে হবে, "একজন গবেষক হিসেবে কোন্ ব্যবসায়িক ঘটনা নিয়ে তিনি কাজ করবেন।" এরূপ প্রশ্ন উদ্ভাবন ব্যবসায়িক ঘটনা প্রকৃতপক্ষে ঘটেছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহ তুলে ধরে। কোনো ব্যবসায়িক নমুনার ব্যাখ্যা পাওয়ার জন্যও এরূপ প্রশ্ন উদ্ভাবিত হতে পারে।

(২) প্রশ্নের যৌক্তিকতা আনয়ন: এ পর্যায়ে প্রশ্নের যৌক্তিকতা আনয়ন করতে হয়। এটা দুভাবে করা যেতে পারে। প্রথম হলো তাত্ত্বিকভাবে অর্থাৎ বিভিন্ন তত্ত্বগত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে এবং দ্বিতীয়ত ব্যবহারিকভাবে বাস্তব উপযোগিতার নিরিখে।

(৩) প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ: উদ্ভাবিত প্রশ্নকে যৌক্তিকতার মানদণ্ডে বিচার বিবেচনা করে নির্দিষ্ট অবস্থায় রূপান্তরিতকরণ হলো প্রশ্ন নির্দিষ্টকরণ। এ প্রেক্ষাপটে গবেষণা অনুশীলন করতে বেশ কিছু সাধারণ কৌশল অবলম্বন করা যেতে পারে। তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

(ক) সাধারণ বিবৃতি প্রস্তুতকরণ: কিছু বৈজ্ঞানিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও অনুশীলনের বিষয় মাথায় রেখে গবেষণা সমস্যার একটি সাধারণ বিবৃতি তৈরি করতে হয়। এ বিবৃতির মাধ্যমে গবেষণা সমস্যার পরিধি, অনুমিতি ও ব্যবহৃত পদ বা শব্দ বা বাক্যসমূহের পরিচিতি ঘটে।

(খ) সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন: এ পর্যায়ে গবেষককে গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন করতে হয়। গবেষক নিজে ছাড়াও আরো অন্যরা যারা এ সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন তারা কীভাবে সমস্যাকে স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট করেছেন তা জানতে পারলে সমস্যার প্রকৃতি অনুধাবন সহজ হয়।

(গ) সংশ্লিষ্ট সাহিত্য পর্যালোচনা: গবেষণা সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, প্রতিবেদন, বইপুস্তক, জার্নাল অধ্যয়ন করে গবেষণা শূন্যতা (research gap) নির্ণয় করা হয়।

(ঘ) আলোচনার মাধ্যমে চিন্তাভাবনার উন্নয়ন: গবেষক গবেষণা সমস্যা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ, দক্ষ সহকর্মী বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যাঁরা ইতোপূর্বে এ ধরনের সমস্যা নিয়ে কাজ করেছেন, তাঁদের সাথে আলোচনা করে ধারণা সমৃদ্ধ করতে পারেন।

(ঙ) কার্যোপযোগী প্রস্তাবনা তৈরি: সবশেষে প্রয়োজনে ভিন্নরূপে গবেষণা সমস্যার অর্থাৎ কাজের উপযোগী প্রস্তাবনা তৈরি করা।

C. R. Kothari গবেষণা সমস্যা সংজ্ঞায়ন বা প্রণয়নে উপরিউক্ত আলোচিত বিষয়গুলো ছাড়াও নিম্নের বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

i) টেকনিক্যাল টার্মস, শব্দ বা প্রতিশব্দ যা গবেষণা সমস্যায় বিশেষ কোনো অর্থ বহন করে তা পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত করতে হবে;

ii) গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট অনুমিত শর্ত (assumptions) অথবা স্বীকার্য (postulates) থাকলে অবশ্যই স্পষ্ট করতে হবে;

iii) অনুসন্ধান মূল্যের (সমস্যা নির্বাচনের মানদন্ড) সোজাসুজি বিবৃতি দিতে হবে;

iv) সুবিধাজনক সময়সীমা ও সহজলভ্য তথ্য উপাত্ত বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে;

v) সমস্যার বিবৃতিতে অনুসন্ধানের পরিধি ও সীমা উল্লেখ করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

চিহ্নিত বা সনাক্তকৃত গবেষণা সমস্যাটি কার্য উপযোগী অবস্থায় রূপদান করা হলো গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন করা। গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন কাজটি একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। সমস্যার প্রশ্ন উত্থাপন থেকে শুরু করে এর যৌক্তিকতা প্রদর্শন, নির্দিষ্টকরণ, সাধারণ বিবৃতিতে সরলীকরণ এবং কার্যোপযোগী প্রস্তাবনা আকারে পেশের মাধ্যমে গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন কাজটি সমাপ্ত হয়।

পাঠ ৪.৫ গবেষণার সমস্যা প্রণয়নের নমুনা
A Sample of Formulating Research Problem

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন করতে পারবেন।

গবেষণার সমস্যা প্রণয়নের নমুনা
A Sample of Formulating Research Problem

গবেষণা সমস্যা প্রণয়নের নমুনা হিসেবে আমরা *N.K. Malhotra* এর *'Marketing Research An Applied Orientation'* গ্রন্থের *Harley Goes whole Hog* কেস স্টাডিটি আলোচনা করতে পারি।

মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী ***Harley Davidson*** (***www. harleydavidson.com***) ২০০১ সালে রেকর্ডসংখ্যক মোটরসাইকেল উৎপাদন করে যাতে তাদের মুনাফা ৩.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। যদিও মোটরসাইকেল পরিবেশকগণের প্রত্যাশা ছিল কোম্পানি আরো বেশি উৎপাদন করুক। কিন্তু এ ধরনের বিনিয়োগে কোম্পানি বেশ সন্দেহপ্রবণ ছিল। পরবর্তিতে উচ্চ ব্যবস্থাপনার ঝুঁকি গ্রহণের পরিবর্তে ঝুঁকি গ্রহণ বিমুখতার কারণে বিক্রয় কমে যায়। ***Harley Davidson*** ঝুঁকি গ্রহণ করে নতুনভাবে বিনিয়োগ করে ভালো ফলাফল লাভ করেন। যদিও এত দ্রুত নতুন বিনিয়োগে কোম্পানির উচ্চ ব্যবস্থাপকগণ বেশ ভীত ছিলেন। নতুন বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত কোম্পানির ব্যাপক বাজার সম্প্রসারণ এবং মার্কেট লিডারে পৌঁছাতে সহায়তা করে। শিল্প বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপে বোঝা যায়, এ বিস্তর বিক্রয়ের পিছনে মূখ্য ভূমিকা পালন করে ক্রেতাদের ব্র্যান্ড বিশ্বস্ততা বা আনুগত্য (Brand loyalty)। গবেষণায় মাধ্যমিক ডেটায় প্রকাশ পায় যে, অধিকাংশ মোটরসাইকেল ক্রেতার নিজস্ব মোটরগাড়িও ছিল। মোটরসাইকেল ক্রেতাদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় ওঠে আসে মোটরসাইকেল শুধুমাত্র বাহন নয়, চিত্তবিনোদনেরও এক অপূর্ব মাধ্যম। অবশ্য এ গ্রুপ ব্র্যান্ড বিস্ততার প্রতিও বেশ গুরুত্বারোপ করেছিলো।

কোম্পানির গবেষণা ও উন্নয়ন বিভাগ (R & D Department) পূর্বাভাস দেয় যে, ২০১০ সাল পর্যন্ত মোটরসাইকেল ব্যবহার চিত্তবিনোদন ও আমোদ-প্রমোদের মাধ্যম হিসেবে বজায় থাকবে। ব্র্যান্ড ইমেজ, প্রয়োজনীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত মার্কেটিং দক্ষতা কোম্পানিটিকে বিশ্বের প্রধান মোটরসাইকেল উৎপাদনকারী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেতে সহায়তা করেছিলো।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত সমস্যা (Management decision problem) এবং মার্কেটিং গবেষণা সমস্যা (Marketing research problem) সুসংজ্ঞায়নে (define) সহায়তা করে।

এখানে ব্যবস্থাপকীয় সিদ্ধান্ত সমস্যা ছিল- *Harley Devidson* কে আরো বেশি মোটরসাইকেল উৎপাদনে বিনিয়োগ করা কী উচিত?

আর মার্কেটিং গবেষণা সমস্যা ছিলো- মোটরসাইকেল ক্রেতাগণ দীর্ঘমেয়াদি অনুগত ক্রেতা (loyal buyers) হবেন কিনা তা নির্ধারণ।

মূলত: এ গবেষণায় নিম্নলিখিত উপাদান নিহিত ছিলো।

(১) কোম্পানির ক্রেতা কারা? তাদের ডেমোগ্রাফিক ও নির্দিষ্ট চেহারার বৈশিষ্ট্যগুলো কী?
(২) বিভিন্ন প্রকার ক্রেতার মধ্যে কোনো স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয় কী? যদি হয় তা অর্থপূর্ণ উপায়ে বাজার বিভাজন (Segment) কী সম্ভব?

(৩) কোম্পানি সম্পর্কে ক্রেতাদের অনুভূতি কী? একই আপিলে (appeal) কি সকল ক্রেতা প্রেষিত?
(৪) কোম্পানির প্রতি সকল ক্রেতা কি অনুগত? ব্র্যান্ড বিশ্বস্ততা বা আনুগত্যের ব্যাপ্তি কী?

একটি গবেষণা প্রশ্ন [Research questions (RQs)] পরীক্ষার জন্য সহযোগী কল্পনা যাচাই (Associated hypotheses (Hs) প্রয়োজন।

RQ: Can the motorcycle buyers be segmented based on psychographic characteristics?

H_1 :There are distinct segments of motorcycle buyers.

H_2 : Each segment is motivated to own a Hurley for a different reason.

H_3 : Brand loyalty is high among Harley Davidson customers in all segments.

গবেষণাটি ব্র্যান্ড বিশ্বস্ততা বা আনুগত্যের তত্ত্ব অর্থাৎ ব্র্যান্ডের প্রতি ইতিবাচক বিশ্বাস, মনোভাব, প্রভাব, অভিজ্ঞতা ইত্যাদি ওপর পরিচালিত হয়। গুণগত ও পরিমাণগত উভয় গবেষণায় এটি পরিচালিত হয়। প্রথমত, ফোকাস গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত ছিলো মোটরসাইকেলের বর্তমান ক্রেতা, ভবিষ্যত ক্রেতা ও অন্য ব্র্যান্ডের ক্রেতাগণ যারা Harley Devidson সম্পর্কে তাঁদের অনুভূতি ব্যক্ত করেছিলো। তারপর ১৬০০০ জন ব্যক্তির ওপর জরিপ চালানো হয়।

গবেষণায় নিম্নলিখিত ফলাফল (findings) পাওয়া যায়।

- সাত ক্যাটাগরির ক্রেতা পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ H_1 সমর্থন করে।
- সকল ক্রেতারই মোটরসাইকেল ব্যবহারে একই আপিল (appeal) ছিলো। অর্থাৎ এটাকে তাঁরা স্বাধীন, স্বাচ্ছন্দ ও ক্ষমতার প্রতীক মনে করে। অর্থাৎ H_2 এর বিপরীত।
- সকল ক্রেতাই দীর্ঘমেয়াদের জন্য কোম্পানির ক্রেতা ছিলো। যা H_3 সমর্থন করে।

আর এভাবে গবেষণা ফলাফলের দ্বারা কোম্পানি বেশি মোটরসাইকেল উৎপাদনে বিনিয়োগ করে এবং সফল হয়।

এ কেস স্টাডির মাধ্যমে আমরা পরিস্কার বুঝতে পারলাম কীভাবে গবেষণা সমস্যা সংজ্ঞায়িত করা যায় এবং এর বিপরীতে যথার্থ এপ্রোচ উন্নয়ন বা প্রণয়ন করা যায়।

সারসংক্ষেপ

গবেষণা সমস্যা প্রণয়নের সময় গবেষণা সমস্যার যথাযথ সংজ্ঞায়ন জরুরি। গবেষণা সমস্যা প্রণয়নের সময় গবেষণার সাথে জড়িত অংশীজনদের বৈশিষ্ট্য, চাহিদা, রুচি ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনে কয়েকটি গবেষণা প্রশ্ন (Research Questions) তৈরি করা যায়। সেসব গবেষণা প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরকে বিবেচনায় নিয়ে গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন করা হয়।

ইউনিট উত্তর মূল্যায়ন

১। ব্যবসায় গবেষণা সমস্যার সংজ্ঞা দিন।
২। ব্যবসায় গবেষণা সমস্যার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।
৩। কীভাবে একটি ব্যবসায় গবেষণা সমস্যা চিহ্নিত বা সনাক্ত করা যায় তা বর্ণনা করুন।
৪। ব্যবসায় গবেষণা সমস্যা নির্বাচন পদ্ধতি আলোচনা করুন।
৫। ব্যবসায় গবেষণা সমস্যা নির্বাচনের শর্তসমূহ লিখুন।
৬। একটি ব্যবসায় গবেষণা সমস্যা প্রণয়ন করুন।